The New Age



Dhaka University vice-chancellor professor Niaz Ahmed Khan distributes scholarship funded by Akij-Manowara Trust, in the presence of sponsor Monowara Begum, at the Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban Auditorium of Dhaka University on Thursday. — Press release

DU students get Akij-Manowara scholarship

Staff Correspondent

A TOTAL of 150 meritorious and indigent regular students of the first year of the undergraduate programme of Dhaka University (2024-2025 academic year) are being provided with a monthly scholarship of Tk 5,000 for one year with the funding of Akij-Manowara Trust for the second time.

As part of this, scholarship for three months was distributed among the students on Thursday at the Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban Auditorium of Dhaka University.

Vice-Chancellor professor Niaz Ahmed Khan was present as chief guest at the programme presided over by DU treasurer Professor M Jahangir Alam Chowdhury.

Scholarship sponsor Monowara Begum, DU acting registrar Munshi Shams Uddin Ahmed and DUCSU VP Sadiq Kayem were present as special guests.

VC Niaz Ahmed Khan said that this scholarship of Akij-Manowara Trust is not merely a financial support, it is a recognition to the overall achievements of the students also. He expressed gratitude to Akij Group and Akij-Manowara Trust for this initiative and mentioned it as a positive example of university-society-corporate partnership.

Treasurer Professor M Jahangir Alam Chowdhury said that a large part of the students of Dhaka University come from marginalised and poor families. In this context, the support of socially responsible institutions like Akij-Manowara Trust is very important. He called for increasing the number of scholarships in the future.

জনকণ্ঠ



সংস্কৃতি সংবাদ

জয়নুল গ্যালারিতে সমতার সন্ধানী চিত্রকলা প্রদর্শনী

জয়নুল গ্যালারিতে

সংগ্রাম



ঢাবি রসায়ন বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা

■ সংগ্রাম ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা গতকাল বৃহস্পতিবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. ফরিদা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সহযোগী অধ্যাপক কামরুল হাসান ও ড. সায়কা আহমেদ স্বাগত বক্তব্য দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক ড. কাওসারী আখতার। নবীনদের পক্ষে সামিউল হক ও তাসনিম সুলতানা এবং বিদায়ীদের পক্ষে ফাতেমা-তুজ জোহরা কেয়া অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ লক্ষ্যে অবশ্যই তাদের একটি বিদেশি ভাষায় পারদর্শী হতে হবে। সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে নিজেদের যথাযথভাবে উপস্থাপনের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় পরিমিতিবোধ থাকতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন সহ-শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

আলোচনা পর্ব শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

The New Age

Flower festival held at Dhaka University

DU Correspondent

A FLOWER festival was organised by the Arbory Culture Centre on the Curzon Hall premises of Dhaka University on Thursday with the theme 'Let polluted Dhaka city be adorned with flowers'.

Dhaka University vice-chancellor professor Niaz Ahmed Khan attended the programme as chief guest, said a press release issued by the university's public relations office.

The festival was held with cooperation from Dhaka University Poribesh Sangsad, Bangladesh Society for Ecological Research Initiative, Bangladesh Botanical Society, Dhaka North City Corporation, Bangladesh Green Future Foundation and Dhaka University Central Students' Union.

Arbory Centre director professor Mohammad Zashim Uddin conducted the programme attended as special guests by Faculty of Science dean professor Abdus Salam, Faculty of Biological Sciences dean professor Md Enamul Haque, Botany Department chairman professor Asfaque Ahmed, DUCSU vice-president Shadik Kayem and Bangladesh Botanical Society president professor Md Azizur Rahman.

Thanking those involved in the festival, Professor Niaz Ahmed Khan said that such initiatives help refresh people's minds.



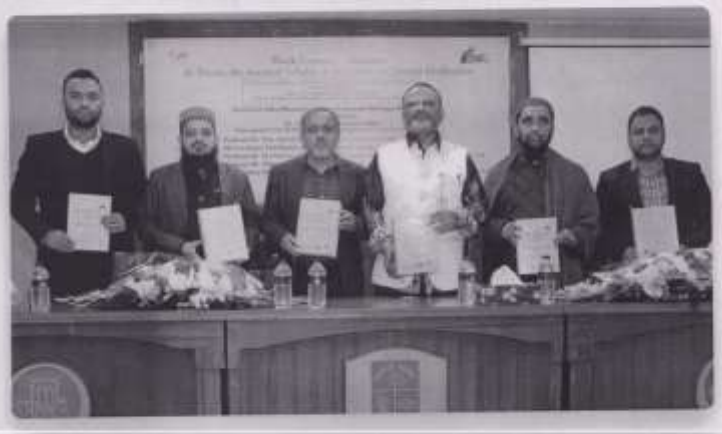
Dhaka University vice-chancellor professor Niaz Ahmed Khan speaks before a procession brought out on the Curzon Hall premises of Dhaka University during a flower festival on Thursday. — Press release

দৈনিক শিক্ষাডটকম

ঢাবিতে আল-বিরুনি আন্তর্জাতিক সম্মেলন

দৈনিক শিক্ষাডটকম প্রতিবেদক

প্রকাশিত: ২১ জানুয়ারি, ২০২৬ ০৯:২৯ অপরাহ্ণ



বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত আল-বিরুনির প্রয়াণের সহস্রাব্দ স্মরণ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২১ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

আবু রাইহান বিরুনি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।

আবু রাইহান বিরুনি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. আবু মুসা মোহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ও আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সুপারনিউমারারি অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. ওয়াদিউল ইসলাম এবং ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক শেখ শাহ মুহাম্মদ শামসুদ্দিন গাজী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ড. আবু মুসা মোহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ।

সম্মেলনে 'Al-Biruni Millennium Demise Anniversary Commemoration World Congress Memorial-Book Volume 2' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত আল-বিরুনির স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, আল-বিরুনি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, রসায়ন, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বসহ বহুবিধ জ্ঞানক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান উপাচার্য।

উপাচার্য আরও বলেন, আল-বিরুনির জীবন, কর্ম ও শিক্ষা-দর্শন সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, এলাকাভিত্তিক এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

দৈনিক শিক্ষাডটকম

ঢাবি জয়নুল গ্যালারিতে 'আর্ট ফর ইক্যুয়ালিটি' সেমিনার

দৈনিক শিক্ষাডটকম প্রতিবেদক

প্রকাশিত: ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ ০৬:১৩ অপরাহ্ন



ছবি : সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে 'আর্ট ফর ইক্যুয়ালিটি: দি ক্যানভাস অব জেন্ডার জাস্টিস' সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) ওসমান জামাল মিলনায়তনে এ আয়োজন হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন।

নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, গ্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও জাগো ফাউন্ডেশনের যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত তিন দিনব্যাপী 'আর্ট ফর ইক্যুয়ালিটি' শিল্পকর্ম প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের অংশ হিসেবে এ অনুষ্ঠানটি হয়।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির ডা. এস এ শিবলী শাহেন। প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক নাহিন মাহমুদ। আলোচনায় অংশ নেন চারুকলা অনুষদের ডিনস অ্যাওয়ার্ড ডিন অধ্যাপক এ এ এম কাওসার হাসান, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নিফাত সুলতানা ও সঞ্জয় কুমার দে। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক মেরাজী আশা ঐশী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, শিল্পকলার ইতিহাসে নারী শিল্পীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় তাদের সৃজনশীল বিচরণ ও অবদান উল্লেখযোগ্য হলেও সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে তাদের এগোতে হয়েছে। এসব অভিজ্ঞতাকে মূল করেই তারা নিজেদের পথ তৈরি করেছেন এবং ভবিষ্যৎ নারী শিল্পীদের জন্য দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রতিভার কোনো লৈঙ্গিক পরিচয় নেই; মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে মস্তিষ্ক ও হাতের সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে।

উল্লেখ্য, ঢাবির জয়নুল গ্যালারিতে দেশের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ জন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্বাধীনভাবে শিল্পীর ৯০টি শিল্পকর্ম এবং একটি ডিজিটাল ক্যাটালগ প্রদর্শিত হচ্ছে। ২১ থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত চলমান এ প্রদর্শনী প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

The Dhaka Tribune



Saraswati Puja 1432 decorations at Dhaka University DHAKA TRIBUNE

Dhaka University students prepare for Saraswati Puja with 76 pavilions

DU Correspondent

Preparations for 'Saraswati Puja 1432' are underway with enthusiastic participation from students across various departments at Dhaka University.

On-site observations yesterday around 4pm found students working alongside workers in innovative and creative ways to organize the event.

The Department of Mass Communication and Journalism has chosen a protest theme, the Finance Department has opted to represent the universe through lighting and alpana (traditional floor art), while the English Department has planned to decorate their pavilion entirely with hand-drawn artwork.

Loxmi Kanto Roy, a student from the English Department, told Dhaka Tribune that unlike previous years when pavilions were made with foam or thermocol, this year marks the first time they've created a completely hand-drawn pavilion.

A Finance Department student told Dhaka Tribune, "We're working through everyone's enthusiastic participation. The lighting will make our pavilion look even more beautiful in the darkness."

Tomorrow, Friday, Saraswati Puja will be held at Dhaka University's Jagannath Hall. This year, a total of 76 pavilions will host the celebration, including the central puja organized by Jagannath Hall administration. Students from 74 departments and institutes of Dhaka University are participating in this sacred event.

The two-day celebration will feature flower offerings, distribution of prasad (blessed food), a delightful cultural evening, and a blood donation program. Additionally, within the hall premises, there will be various rides, toys, and stalls selling pure food for children and young visitors.

Under the continuous and effective supervision of the Honorable Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellors (Administration and Education), Treasurer, and Proctor of Dhaka University, the Jagannath Hall administration is working tirelessly to ensure security throughout the hall premises, from the house of worship and central puja pavilion to the entire compound. •

সময়ের আলো



পূজার আগের দিন পতকাল সরস্বতীর প্রতিমায় শেষ প্রাচড় শিল্পীর ● সময়ের আলো

সরস্বতী পূজা আজ

ঢাবির জগন্নাথ হলে ৭৬টি মণ্ডপ

● নিজস্ব প্রতিবেদক ও ঢাবি প্রতিনিধি

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম উৎসব সরস্বতী পূজা আজ। ধর্মীয় বিশ্বাস ও শাস্ত্রমতে এ দিনটিতেই জন্মেছিলেন দেবী সরস্বতী। তিনি শ্বেতশুভ্রবর্ণা। দিনটিকে বলা হয় 'বসন্তমেশ পঞ্চমী'। সরস্বতী জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী। এ জন্য ভক্তরা বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও মন্দিরগুলোতে সরস্বতী পূজার আয়োজন করে। দেবীর এক হাতে বেদ, অন্য হাতে বীণা। এ জন্য তাকে বীণাপাণিও বলা হয়।

আজ ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ দেবী সরস্বতীর বন্দনায় ঢাক-ঢোল-কাঁসর, শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠবে। শাস্ত্রমতে প্রতি বছর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে কল্যাণময়ী বিদ্যাদেবীর বন্দনা করা হয়।

সনাতন ধর্মের শাস্ত্রমতে সরস্বতী মূলত বৈদিক দেবী। নামের অক্ষর বিশ্লেষণে এরূপ অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। 'সরস' শব্দের অর্থ জল; তাই 'সরস্বতী' অর্থ 'জলবতী' বা নদী। সরস্বতী সময়ে জ্ঞান-বিদ্যার প্রতীক হয়ে ওঠেন তিনি। আবার বাগদেবী, বিদ্যাদেবী, বীণাপাণি, কুলপ্রিয়া, পলাশপ্রিয়া নামেও তিনি পরিচিত। দেবীর চার হাতের মধ্যে একটিতে বীণা, একটিতে পুস্তক, একটিতে মালা এবং অন্যটিতে জলপাত্র থাকে। অনেক জায়গায় তিনি দুই হাতে বীণা ধারণ করেও পূজিত হন। সরস্বতী শুধু বিদ্যার দেবী নন; সংগীত, সাহিত্য, শিল্পকলারও রক্ষক তিনি। এই বিশ্বাসে শত শত বছর আগেও দেবী সরস্বতীর পূজা করা হতো। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতসহ নানা সাহিত্যকর্মে দেবী সরস্বতীর বিভিন্ন কাহিনি ও রূপের বিবরণ পাওয়া যায়।

পঞ্জিকা মতে, ঐশ্বর্যদায়িনী, বুদ্ধিদায়িনী, জ্ঞানদায়িনী, সিদ্ধিদায়িনী, মোক্ষদায়িনী এবং শক্তির আধার হিসেবে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সরস্বতী দেবীর আরাধনা করেন। প্রতি বছর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শ্বেতবস্ত্র কল্যাণময়ী বিদ্যাদেবীর বন্দনা করা হয়। আজ রাত ২টা ৫৮ মিনিটে শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি শুরু হয়েছে। যা আগামীকাল শনিবার রাত ২টা ১৬ মিনিটে তিথি শেষ হবে। পত কয়েক দিন ধরে প্রস্তুতি চলছে এবং ইতিমধ্যে পূজার আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

রাজধানী ঢাকায় বিভিন্ন মণ্ডপ, মন্দির ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূজার আয়োজন হলেও সরস্বতী পূজার প্রধানকেন্দ্র হয়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল মাঠ। বিভিন্ন এই মাঠজুড়ে সরস্বতী পূজা চমৎকার এক উৎসবে পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যে পূজা উপলক্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীরা। জগন্নাথ হলকে ঘিরে রয়েছে নানা আয়োজন। জগন্নাথ হলে পূজামণ্ডপগুলোর মূল আকর্ষণ চারুকলার শিক্ষার্থীদের নির্মিত দৃষ্টিনন্দন সরস্বতী প্রতিমা।

বিদ্যাদেবী সরস্বতীর আরাধনার জন্য ঢাবির জগন্নাথ হল প্রশাসন এবং বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

সরস্বতী পূজা আজ

শেষ পৃষ্ঠার পর

মোট ৭৬টি মণ্ডপে এবার পূজা উদযাপিত হবে। বৃহস্পতিবার জগন্নাথ হল প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বছর জগন্নাথ হল প্রশাসনের কেন্দ্রীয় পূজাসহ মোট ৭৬টি মণ্ডপে সরস্বতী পূজার আয়োজন হচ্ছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৯টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা এ পূণ্য আয়োজনে অংশ নিচ্ছে। দুদিনব্যাপী এ আয়োজনে থাকবে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, প্রসাদ বিতরণ, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও রক্তদান কর্মসূচি। এ ছাড়া হলের অভ্যন্তরে দর্শনার্থী শিশু-কিশোরদের চিত্তবিনোদন উপযোগী বেশ কিছু রাইড, খেলনা ও বিভিন্ন খাবারের দোকানের ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সনাতন ধর্মীয় সব রীতি, আচার, প্রথা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাশীল হয়ে এ পূজা আয়োজনের যাবতীয় প্রস্তুতি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। সমগ্র জগন্নাথ হল সিসি ক্যামেরার আওতাধীন থাকবে; প্রবেশমুখে মেটাল ডিটেক্টরসহ অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহার থাকবে; ছোট শিশুদের দুগ্ধ সেবনের জন্য বিশেষ নিরাপদ একটি কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। সব ধরনের পটকা বা আতশবাজির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য হল প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ টিকাদার সরবরাহ করা হয়েছে।

এ ছাড়া ঢাকার রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে দেবীর আরাধনা হবে। সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, শাঁখারী বাজার, তাঁতীবাজার, বনানী, জাতীয় প্রেস ক্লাব ও রমনা কালীমন্দিরসহ মণ্ডপে মণ্ডপে সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয়েছে। সব স্থানে সকালেই পূজার আয়োজন হবে। বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত অঞ্জলি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান হবে। এ উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে। এ পূজাকে ঘিরে ঢাক-ঢোল-কাঁসর, শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠবে বিভিন্ন পূজামণ্ডপ।

এদিকে বৃহস্পতিবার পুরান ঢাকার শাঁখারী বাজারে সরস্বতী প্রতিমা বিক্রির ব্যস্ততা দেখা গেছে। সেখানে বিভিন্ন আকৃতির প্রতিমা নিয়ে পসরা সাজিয়েছেন দোকানিরা। বিভিন্ন কারিগর থেকে প্রতিমা বানিয়ে শাঁখারী বাজারে বিক্রি করতে এসেছেন তারা। স্থানীয় অনেক দোকানিও পূজা উপলক্ষে নিয়মিত ব্যবসার বাইরে প্রতিমা বিক্রি করছেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা প্রতিমা কিনতে ভিড় করছেন, অনেকে আগাম শুধু প্রতিমা দেখতে। আকৃতিভেদে প্রতিমার দাম রাখা হচ্ছে ২ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত। তবে ঘরোয়া পূজা হওয়ায় ছোট আকৃতির প্রতিমাগুলোর চাহিদা বেশি। এ ছাড়া ফুলসহ পূজা উদযাপনের বিভিন্ন উপকরণও বিক্রিবিনি চলছে।